দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 SEP 19[illegible]
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

106

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের ভাষ্য

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত আন্দোলনরত ২০ জন ছাত্রের বিষয় প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করে পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার আমাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পরেও প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতঃ বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত খবরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন মনে করছি।

উক্ত কথিত ছাত্রদের মধ্যে দশ (১০) জন পরপর বিভিন্ন পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে ফেল করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি পায়নি। বিগত অক্টোবর ও জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত দুইটি পরীক্ষার খাতা সব ছাত্রকে দেখানোই হয়েছিল। এবং এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার খাতাও যথারীতি আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষকদের দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছে। তাছাড়া ছয়জন ছাত্রকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এবং চার জন ছাত্র ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করার কারণে তাদের ভর্তি বাতিল হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিশ জনের সাথে শহীদ মীনারের কোনই সম্পর্ক নেই। কেননা যে চার জন ছাত্র শহীদমীনার নির্মাণের দাবী জানিয়েছিল এদের একজন কৃতকার্য হয়ে দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হয়েছে, একজন এক বিষয়ে (অনার্স) ফেল করার কারণে প্রথম বর্ষে পড়াশুনা অব্যাহত রাখার অনুমতি পেয়েছে, একজন ছাত্র পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং একজন ছাত্র একাধিক বিষয়ে ফেল করেছে। আমরা দৃঢ়তার সাথে আরো ঘোষণা করছি যে, শহীদমীনার নির্মাণের দায়ে কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে অন্ততঃ দশ জন ছাত্র ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। ২০ জনের কথিত আন্দোলনে বর্তমানে ৩-৪ জন ছাত্র ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র জড়িত নেই। এ কারণে আজ পর্যন্ত কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ হয়নি।

—ডীন, শরীয়াহ অনুষদ ও
ডীন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।